আহলুত তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ইংরেজি প্রকাশিত, বাক্বিয়্যাহ মিডিয়া স্ট্রাইক কর্তৃক বাংলায় অনুবাদিত

# আল-হাযিমী ও গুলাত আল-হাযিমিয়্যাহদের ভ্রান্ত ধারণার জবাব

ঈসা ইবনু আবী আবদিল্লাহ

# আল-হাযিমী
# ও
# গুলাত আল-হাযিমিয়্যাহদের
# ভ্রান্ত ধারণার জবাব

ঈসা ইবনু আবী আবদিল্লাহ

---

আহলুত তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক ইংরেজি প্রকাশিত,
বাক্বিয়্যাহ মিডিয়া স্ট্রাইক কর্তৃক বাংলায় অনুবাদিত।

# সূচিপত্র:

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের নাফস ও কর্মের অনিষ্ট হতে আল্লহর কাছে আশ্রয় কামনা করি। আল্লহ যাকে পথ দেখান কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও তাঁর কোন শারিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর আবদ (বান্দা) ও রসূল। অত:পর,

পৃথিবীর প্রথম মানব থেকে শুরু হওয়া চলমান মনস্তাত্ত্বিক লড়াই আল্লহ যাবত না ইতি টানেন, ততকাল চলতে থাকবে এবং ভ্রষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ভ্রষ্টতার ফির্কাসমূহ নিজেদের বাস্তবতা আড়ালের উদ্দেশ্যে চকচকে ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ নিয়ে আবির্ভূত হতেই থাকবে। বর্তমান সময়কার বহু আগ থেকেই এ পরিস্থিতি দৃশ্যমান হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। (ফিতনাহ দূরীভূত হয়ে) তদস্থলে শূন্যস্থান পূরণে বরাবরই নির্দিষ্ট (ফিতনাহর) পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

নাসির আল-ফাহাদ, আলী আল-খুদাইর, ফারিস আয-য্হরানী, আবদুল আযীয আত-তুওয়াইলিঈ, সুলত্বন আল-উতাইবী ও অন্যান্যদের মত জাযিরাতুল আরবে অবস্থানরত সিদ্দীক উলামা ও ত্বলাবাতুল ইলমদের নিহত বা কারাগারে নিক্ষেপিত হওয়ার পর অথবা আবূ মালিক আত-তামিমী, আবদুল্লহ আর-রাশূদ, আবূ আনাস আশ-শামী, আবূ সুফইয়ান আল-আযদীর ন্যায় হিজরাহ করতে সক্ষম হওয়ার পর, তৈরি হওয়া শূন্যতা পূরণে বহু বিপথগামী মাথা হঠাৎই ইলমের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ এমনকি ত্বওয়াগ্বীতের কোলে বসে থেকে কোন উযর ব্যতিরেকেই জিহাদ থেকে

বিরত থাকা লোকদেরকে আদর্শ ও জিহাদের কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে। চতুরতার পোশাক পরিধানকারী এহেন দুজন ব্যক্তি হলেন আবদুল আযীয আত-তারিফী (সুরুরী ও স্যাটেলাইট টিভির উলামা যাকে শামের মুর্তাদরা উপাসনা করে থাকে, মুওয়াহহিদ মুজাহিদীনদের খাওয়ারিজ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফাতাওয়া প্রদান করে থাকে) এবং আহমাদ ইবনু উমার আল-হাযিমী, **আমাদের এ রিসালাহর উদ্দেশ্য আল-হাযিমীর খণ্ডন।**

আমাদের উদ্দেশ্য, বি-ইযনিল্লাহ, এ বিপথগামী ব্যক্তির বাস্তবতা নিয়ে এবং এ ব্যক্তি যে দীনের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কেউ নয় তা নিয়ে আলোকপাত করা। এটি বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের প্রতি আল্লহ রহম করেছেন এবং ত্বওয়াগ্বীতের উলামাদের থেকে হিদায়াহ দান করেছেন, যারা জিহাদকে নিজেদের পথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ও বিশ্বের ত্বওয়াগ্বীতদের তাকফীর করেছেন। আমরা আল্লহর তাওফীক্বে আল-হাযিমী ও জাহিল গুলাতদের (চরমপন্থী) উপস্থাপিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোর খণ্ডন ও সেগুলোও স্পষ্ট করতে চাই (এ রিসালাহটির পূর্বে আমরা পাঠকের জন্য সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ পড়ার অনুরোধ করছি, কেননা আমরা এর থেকে সূত্র উল্লেখ করব ও মজবুত দালীলিক ভিত প্রদানে এর উল্লেখ করব)।

তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা প্রতিহিংসা নয় বরং উম্মাতাল ইসলাম ওয়াত তাওহীদের নিকট নাসীহাহ হিসেবে এটি রচিত হয়েছে।

**শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াদির প্রচার করা বিদ‘আহর নেতাদের ব্যাপারে বলেন,**

অত:পর, নিশ্চয়ই তাদের বাস্তবতা উন্মোচন ও স্পষ্ট করা এবং তাদের বিরুদ্ধে

সতর্ক করা মুসলিমদের ইজমাহ অনুযায়ী ওয়াযিব। আহমাদ ইবনু হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার নিকট কোনটি অধিক প্রিয়: যে একজন ব্যক্তি সিয়াম পালন করে, সলাত ও ইতিকাফ আদায় করে না-কি কোন ব্যক্তি আহলুল বিদ‘আহর (বিদ‘আহর অনুসারী) বিরুদ্ধে বলে? তিনি জবাবে বলেন, তার সলাত ও ইতিকাফ তার নিজের জন্য, তবে আহলুল বিদ‘আহর বিরুদ্ধে বলাটা মুসলিমদের জন্য তাদের দীনের বিষয়ে অধিক উপকারী ও একপ্রকার জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ...(মাজমুআল-ফাতাওয়া, ২৮/২৩১-২৩২)।

**আর ইবনু রজাব রহিমাহুল্লহ ভুল সংশোধনের সময় সঠিক আদাব উল্লেখ করার পর বলেছেন,**

এগুলোর প্রতিটিই সম্মানিত আহলুল ইলম যাদেরকে লোকজন অনুসরণ করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আহলুল বিদআহ ওয়াদ্ব দ্বলালাহ (পথভ্রষ্টতা) যারা তাদের মধ্যকার নয়, তাদের জাহালত (অজ্ঞতা) ও ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সতর্ক করা জায়িয, যাতে তারা (লোকজন) এদের অনুসরণ না করে (আল-ফারক্বু বাইনান নাসীহাহ অয়াত-তাইইর, পৃ.৩৬)।

# আহমাদ ইবনু উমার আল-হাযিমী আল-মুবতাদী

আহমাদ ইবনু উমার আল-হাযিমী আল-মুবতাদী (বিদ'আহ প্রচারক), পুরোনো জামিয়্যাহ ভেঙে যাওয়ার পর আত্মপ্রকাশ করা জামিয়্যাহ (প্রচলিত জাহমিয়্যাহ ফিরকার সাথে এটি গুলিয়ে ফেলা যাবে না। আল-হাযিমীর ব্যাপারে যে বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো মূলত আল-হাযিমী: পেছনে বসে থাকার কবীরাহ গুনাহ এবং জামিয়্যাহর পথভ্রষ্টতার মাঝে শীর্ষক একটি প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। প্রবন্ধটি লিখেছেন আবু মাইসারাহ আশ-শামী, যিনি বিখ্যাত দাবিক্ব সাময়িকীর সম্পাদক) নামের একটি গোষ্ঠীর নব্য ধারার একজন প্রধান নেতাও বলা যায়। এখানে যে জামিয়্যাহর কথা বলা হচ্ছে, সেটি মূলত অনেকটা মাযহাবের ন্যায় একটি মতবাদী ধারা, যা সৌদিপন্থি সালাফী আদর্শের পক্ষে অবস্থান করে। তারা তাদের এ নাম নিয়েছে মুহাম্মাদ আমান আল-জামি থেকে, যিনি সৌদি সরকারের কঠোর সমর্থনের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করে যখন এ ত্বওয়াগ্বীত ক্রুসেইডার শক্তিকে জাযিরাতুল আরবে নিয়ে আসে, তখন ত্বওয়াগ্বীতের এ দু:সাহসী কাণ্ডকে প্রত্যাখ্যানের দরুন সে আহলুস সুন্নাহর আলিম, ত্বলিবুল ইলম ও দাঈদের সমালোচনার রীতি আরম্ভ করে। এ মতবাদের অনুসারীরা - বিশেষত পূর্ববর্তীরা, অপর আরেক কুখ্যাত নামে পরিচিত: মাদাখিলাহ, কেননা রাবী আল-মাদখালী পূর্ববর্তী ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক পরিচিত মুখ।

নব্য জামিয়্যাহ, যার অংশ আল-হাযিমী নিজে এবং যার অধীনে তিনি পড়েন, তারা আহলুস সুন্নাহর কিছু বক্তব্যকে ঈমান ও তাওহীদের সাথে জুড়ে দিয়ে উপস্থাপন করেছে– যেমন, কোন নির্দিষ্ট আমাল পরিত্যাগকারী কিংবা জাহিল মুশরিকদের তাকফীর করা, কিন্তু একই সঙ্গে তারা জামিয়্যাহর পুরনো পথ অনুসরণ করে সৌদি সরকারকে রক্ষা করার জন্য যুক্তি প্রদান করে এবং

ক্রুসেইডারদের সাথে তাদের তাওয়াল্লির (মিত্রতা) বাস্তবতা, মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করা বিষয়ে কুফরের হুকুম কিংবা জিহাদ পরিত্যাগের বিষয়ে খুব কমই আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আল-হাযিমী এসব বিষয়ে কথা বলেনও, বাস্তবতার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র বা প্রয়োগ ব্যতীতই সেগুলো থাকে নিছক তাত্ত্বিক স্তরে; যেন সৌদি সরকার ক্রুশের জাতিগুলোর সঙ্গে প্রকাশ্য মিত্রতায় নেই এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানব রচিত আইন বাস্তবায়ন করে না!

সুতরাং বলা যেতে পারে যে জামিয়্যাহ অপেক্ষাকৃত আরও বিস্তৃত অর্থে তাদের বোঝায়, যারা নিজেদেরকে সালাফিয়্যাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দাবি করে; অথচ তারা সৌদি সরকারের প্রতি ঝোঁক দেখায় ও তার পক্ষে সাফাই গায়, আধুনিক যুগের ক্রুসেইড নিয়ে কোনো কথা বলে না, আল্লহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য রকম শাসনব্যবস্থার হুকুমকে শুধু তাত্ত্বিকভাবেই রেখে দেয় এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ও কোনো উযর না থাকা সত্ত্বেও ফারদ্ব আল-আইন জিহাদ পরিত্যাগ করে।

## জিহাদ থেকে দূরবর্তীদের অন্যতম

আবু ক্বাতাদাহ, আত-তারিফী ও আল-মাক্বদিসীর মত অপরাপর ভ্রষ্টতার ইমামদের থেকে ব্যতিক্রমী হিসেবে আল-হাযিমী জিহাদের ব্যাপারে ছিলেন সবচেয়ে দূরবর্তী– শুধু তাই নয়, ক্রুসেইডারদের বিরোধিতায় মানুষকে আহ্বান জানানো কিংবা তিনি নিজে এতে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা; তার লেখনীও ছিল ঠিক ততটাই দূরে। বরং, আল-ফাওযান ও আল-আওদাহর মতো, তিনি সেসকল জযবাতি যুবকদের উপহাস করেছেন, যারা চায় আল্লহর দীন রক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করতে এবং তাদের রবের উদ্দেশ্যে জিহাদের ইবাদাহ সম্পাদন করতে।

**আল-হাযিমী বলেন:**

আজকের দিনে কতজনই তো তাদের সলাত সঠিকভাবে আদায় করে না? এমনকি জিহাদের পতাকা বহনকারী যুবকদের মধ্যেও অনেকে সলাত ঠিকভাবে আদায় করে না, এমনকি তাদের উযুও সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না। কোথায় তোমরা? ফারদ্ব আল-আইন শেখার ক্ষেত্রে কোথায় তোমাদের সদিচ্ছা? (শারহু লুমআতুল ইতিক্বদ বিষয়ক তার ১৭তম দারস)।

এর বিপরীতে, আল-মুজাহিদ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ বলেছেন, যে আগ্রাসী শত্রু মুসলিমদের দীন ও দুনিয়ার ক্ষতিসাধন করে, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিরোধ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোন ফরয নেই। সুতরাং, এত বছর ধরে আল-হাযিমী কোথায় ছিলেন– ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ফরয বাস্তবায়ন করা তো দূর অন্তত এর প্রস্তুতি গ্রহণে মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার কাজটুকু করতেও তো দেখা যায়নি? কোথায় তিনি যুবসমাজকে বুঝিয়ে ছিলেন যে জিহাদ ফারদ্ব আল-আইন? আল্লহ যাদের ইলম দান করেছেন তাদের ওপর অর্পিত আমানত – হাক্ব স্পষ্ট করা ও মুমিনদেরকে তাদের রবের সান্নিধ্য লাভে সাহায্য করা – পূরণ না করে আদাম সন্তানের জন্য জিহাদের পথে বাধা হওয়ার মাধ্যমে আল-হাযিমী বরং ত্বওয়াগ্বীতের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করেছেন। সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন,

যে ব্যক্তি আল্লহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করে না, সে শাইত্বনের সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করবে। আর যে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, সে এটিকে পাপাচারে ও অনর্থক কাজে ব্যয় করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লহর আনুগত্যের পথে পা বাড়ায় না, সে (তাঁর) অবাধ্যতায় শাইত্বনের পথে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করবে (আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ, ১৩/১৭৪)।

**সমসাময়িক কালের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদ আলিম, আশ-শাইখ আল-মুজাদ্দিদ উসামাহ ইবনু লাদিন রহিমাহুল্লহ পেছনে পড়ে থাকা আলিমদের বাস্তবতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন,**

সুতরাং এখান থেকেই আমাদের প্রয়োজন যুব সমাজকে জানিয়ে দেওয়া যে তাদের আলিম সমাজের নেতৃত্ব দুনিয়ার জীবনে তুষ্ট হয়ে আছে। তারা একটি গুরুতর ফরয থেকে পলায়ন করে, যে দায়িত্ব অবহেলার দরুন রসূলুল্লহ ﷺ এর কতিপয় সাহাবীকেও দোষারোপ করা হয়েছিল। আল্লহ ﷻ তাঁর বাণীতে এ বিষয়ে স্পষ্ট করেছেন,

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ

তোমাদের রব তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ হতে হাক্ব দ্বারা বের করে এনেছিলেন, অথচ মূমিনীনদের একটি দল তাতে অনাগ্রহী ছিল (আল-আনফাল,৫) (তাওজিহাত আল-মানহাজিয়্যাহ)।

## তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের দীনের ওপর

নাবী ﷺ বলেছেন, মানুষ তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দীনের ওপর থাকে, সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দেখে কাকে বন্ধুত্বের জন্য বেছে নিচ্ছ (আবূ দাঊদ বর্ণিত, আন-নববী এর সনদকে সহীহ বলেছেন)।

**এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ;** আল-হাযিমীর সেই শাইখ– যিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যার সাথে তিনি ২০ বছর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ ধরে রেখেছেন– ছিলেন মুহাম্মদ আলী আদাম আল-ইথিয়্যাওবি। তিনি জামিয়্যাহর মাশাইখদের অন্যতম এবং রাবী আল-মাদখালী, আলী আল-হালাবী ও অন্যান্যদের সমর্থনকারী।

আল-হাযিমীর এই ঘনিষ্ঠ সঙ্গী আসলে কে– তা আরও স্পষ্ট করার জন্য বলতেই হয়, তিনি সৌদি সরকারের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। একবার কেউ রাবী আল-মাদখালী সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন...

তোমরা কি মনে কর আমি তার নিন্দা করব?... শাইখ রাবী আমার কাছে এসেছিলেন এবং বললেন, «হে মুহাম্মদ আলী আদাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কারণ তুমি সুন্নাহর কিতাবগুলো ব্যাখ্যা কর।» এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট ছিল আমাকে ভালোবাসতে। তিনি আমাকে ভালোবাসেন, আমিও তাকে ভালোবাসি। ব্যাপারটা কেমন? তিনি একজন সালাফী এবং আল-জারাহ ওয়াত -তাদীলের শাইখদের একজন। যারা তাকে তার কঠোরতার দরুন নিন্দা করে, তারা যেন মনে রাখে যে এর আগেই সালাফরা এ বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়েছেন– অর্থাৎ তিনিও (আল-মাদখালী) সেই পথেরই অনুসরণকারী।

রাবী আল-মাদখালিকে যখন তার (মুহাম্মাদ আলী আদাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, আক্বীদাহ (বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়) উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি। আর কতজনকেই-বা রাবী আল-মাদখালী এভাবে সমর্থন দেন– যদি না তিনি নিশ্চিত থাকেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁরই মতো পথভ্রষ্টতার একই ধারায় আছে?! সুতরাং, আখি ফিল্লাহ (হে আল্লহর পথে ভাই), দেখে নাও তুমি কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলছ।

আল-হাযিমীর অবস্থানকে আরও পরিষ্কার করে আল-হাযিমী নিজেই; কেননা তিনি এক দরসে সাদ আল-ফাক্বীহকে খারিজি বলে আখ্যায়িত করার পর, যারা সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে– তাদের খাওয়ারিজ বলে উল্লেখ করেন।

এখানে, উদাহরণ হিসেবে, আমাদের কাছে আছে একটি রাজ্য (অর্থাৎ সৌদি [দখলকৃত] আরব)– এমন আর কোনো দেশ নেই, এর মতো দ্বিতীয় আর কোনো দেশ নেই। আমরা আল্লহর কাছে এর নিরাপত্তার জন্য দুআ করি। এই দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, এবং তারা প্রকাশ্য মুনকারাত (অকল্যাণ/অসৎ কর্মকাণ্ড) আঁকড়ে ধরেছে। হ্যাঁ, আমরা দেশে সংঘটিত মুনকারাতগুলো পছন্দ করি না– এগুলোর মধ্যে কোনো কিছুই আমাদের ভালো লাগে না। কিন্তু এসব অকল্যাণের মোকাবিলা কীভাবে করব? আমরা কি বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করব, গালি দেব? এটা সঠিক পথ নয়। বরং আমরা সৃষ্টির (মানুষের) সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাই, আর এটাই নাবীদের আহ্বান (শারহু লুমআতুল ইতিক্বদ বিষয়ক তার ১৭তম দারস)।

এটি সেসময়কার ঘটনা, যখন জাযিরাতুল আরবের ত্বওয়াগ্বীত শারী'আহর স্থানে অন্য ব্যবস্থার প্রচলন করেছে ও আহলুত তাওহীদ তথা মুওয়াহহিদীনদের ওপর ক্রুসেইডারদের হামলায় সহায়তা করছিল। আরব উপদ্বীপের ত্বওয়াগ্বীতরা শারী'আহর স্থলে অন্য ব্যবস্থার প্রচলন করছে এবং তারা মুওয়াহহিদীনদের ওপর ক্রুসেইডারদের আক্রমণে সহায়তা করছে।

**আশ-শাইখ আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লহ বলেছেন,**

যে-সব ত্বওয়াগ্বীতকে মানুষ বিশ্বাস করে, প্রশংসা করে এবং যাদের আদেশ মেনে চলে– হোক তারা আল-খারাজের অন্তর্ভুক্ত বা অন্যান্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীর– তারা সকলেই ইসলাম থেকে বিচ্যুত কাফির (মুরতাদ)। আর যে ব্যক্তি তাদের পক্ষ সমর্থন করে বা যারা তাদের তাকফীর করে তাদের ভর্ৎসনা করে, অথবা দাবি করে যে তাদের (ত্বওয়াগ্বীতের) কাজ–যদিও ভুল–তবু তা কুফরের পর্যায়ে নিয়ে যায় না, তাহলে সেই পক্ষ সমর্থনকারীর বিষয়ে অন্তত বলা যায়, সে একজন ফাসিক্ব। তার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নয়, তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি তার পেছনে সলাত আদায় করাও জায়িয নয় (আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ, ১০/৫২)।

সুতরাং, আখি আল-মুওয়াহহিদ, তুমি কার কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করছ, সেদিকে লক্ষ রাখ। আল-হাযিমীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে, কারণ কিছু লোক তার সম্পর্কে এই বিষয়গুলো জানত না; তারা শুধুমাত্র দেখেছে যে, সে বলছে আসলুদ দীনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কোনও উযর নেই, আর কুবুরিয়্যিনদের (কবরপূজারীদের) তাকফীর করা উচিত - আর গুলাতরা তার প্রচার করছে। তবে এটি বিরল কোনো বিষয় নয়; বরং অন্য আলিমদের মতোই (যেমন আল-ফাওযান) - যারা প্রাসাদের (ত্বগূতের) শির্ককে কোমল ভাবে দেখে বা একেবারেই উপেক্ষা করে–তারা অজ্ঞতার কোনো উযর নেই বলে দাবি করে, কবরপূজারীদের ও যারা তাদের তাকফীর করে না তাদেরও তাকফীর করে। যারা আল-ফাওযান ও আল-হাযিমীর উভয়ের বক্তব্য সম্পর্কে অবগত, তারা এ দুই ব্যক্তির মধ্যে বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাবেন; যদিও আল-ফাওযানের ইলম বেশি। তবে আল-ফাওযানের রিদ্দাহ (ইসলাম ত্যাগ) আল-হাযিমীর চেয়ে স্পষ্ট, কারণ আল-হাযিমী হলেন একজন ফাসিক্ব মুবতাদী, মুরতাদ নন।

যদি কেউ এই অভিযোগের বিরোধিতা করে বলে যে আল-হাযিমী তাওবাহ করেছে এবং ত্বওয়াগ্বীতের প্রতি তার সমর্থন ও পক্ষাবলম্বন থেকে সরে এসেছেন, তাহলে দেখতে হবে তিনি যেসব দারসে তাদের সমর্থন দিয়েছিলেন, সেগুলো আসলে খুব বেশিদিন আগের ব্যাপার নয়। উপরন্তু, এগুলো সংঘটিত হয়েছে বুশ ঘোষিত ক্রুসেইডের অনেক পর– এমনকি হিজাযে ত্বওয়াগ্বীত কর্তৃক আলিম ও ত্বলাব আল-ইলমদের হত্যা ও কারাগারে নিক্ষেপের অভিযান শুরুরও অনেক পর। তার ওয়েবসাইটে এখনও সেই (ত্বগূতকে) রক্ষণাত্মক বক্তব্যগুলো পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে তার প্রকাশ্য তাওবাহর ঘোষণা কোথায়?

গুলাত আল-হাযিমিয়্যাহরা তুলনামূলকভাবে তুচ্ছ বিষয় নিয়েও মানুষের ওপর তাকফীর করে, অথচ আল-হাযিমীর ক্ষেত্রে তারা একের পর এক উযর হাজির করে– বিষয়টি কি অদ্ভুত নয়? এর মূল কারণ হলো তিনি তাদের বিদ‘আহর

সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছেন, যেখানে তারা বলে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অংশ। কিন্তু একই সঙ্গে, তাকফীর আসলুদ দীনের অংশ– তাদের এ বিদ‘আহ অনুযায়ী, তারা নিজেরাও কাফির ত্বগূতদের তাকফীর না করা আল-হাযিমীকে উযর প্রদানের দরুন তারা নিজেরাও কুফফার বিবেচ্য হয়!

**আল্লহ ﷻ বলেছেন,**

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَكۡتُمُوۡنَ مَاۤ اَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡبَيِّنٰتِ وَ الۡهُدٰى مِنۡۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الۡكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلۡعَنُهُمُ اللّٰعِنُوۡنَ ﴿۱۵۹﴾ اِلَّا الَّذِيۡنَ تَابُوۡا وَ اَصۡلَحُوۡا وَ بَيَّنُوۡا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوۡبُ عَلَيۡهِمۡ ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿۱۶۰﴾

নিশ্চয় যারা আমার নাযিলকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত গোপন করে, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লহ লানত করেন এবং লানতকারীগণও তাদেরকে লানত করে। যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে তারা ব্যতীত। অতএব, আমি তাদের তাওবা ক্ববূল করব। আর আমি তাওবা ক্ববূলকারী, পরম দয়ালু (আল-বাক্বরহ, ১৫৯-১৬০)।

ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লহ তাঁর তাফসীরে এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, এই আয়াত তাদের বিষয়েই, যারা নিজেদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সংশোধন করে এবং এরপর মানুষকে ব্যাখ্যা করে দেয়, যা এতদিন তারা গোপন রেখেছিল।

অতএব, তার পূর্বেকার কথাবার্তা থেকে তাওবাহ করার একটি শর্ত (এবং এখানে রিদ্দাহ থেকে তাওবাহ বোঝানো হচ্ছে না) হলো–যে তিনি সৌদি শাসনের ত্বওয়াগ্বীতের প্রতি তার পূর্বেকার যুক্তি ও সমর্থন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেখাবেন। কারণ তিনি আগে তাদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিয়েছেন এবং তাদের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো নিয়ে কেবল আমভাবে কথা বললেই হবে না, কেননা তার সেই সমর্থন ও পক্ষাবলম্বন ছিল সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট

## অগ্রহণযোগ্য উযর ও বিরোধপূর্ণ অবস্থান

কেউ কেউ এমন কথাবার্তা ব্যবহার করেন, যেখানে তিনি শরীআহ বাতিলকারীদের সাধারণভাবে কুফর এর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার এ বক্তব্য ত্বওয়াগ্বীতের দরবারি উলামাদের - যেমন আল-ফাওযান, সলিহ আলুশ -শাইখ ও অন্যান্যদের - বক্তব্যের চেয়ে কোনভাবেই উত্তম নয়। কেননা, এসব আলিম আমভাবে সেই সকল শাসককে তাকফীর করেন, যারা ত্বগ্বূতের ভিত্তিতে শাসন করে এবং শারীআহর স্থানে অন্য আইন প্রয়োগ করে; অথচ একই সময়ে তারা সৌদি সরকারকে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়– যদিও সৌদি সরকার ত্বগ্বূতের ভিত্তিতে শাসন করছে এবং বহু ক্ষেত্রেই শরী'আহকে প্রতিস্থাপন করেছে! আল-হাযিমীর ব্যাপারে যে-কথা নিশ্চিত, তা হলো তিনি ত্বওয়াগ্বীতের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, আর তার ফিরে আসা বা সংশোধনের দাবিটি যথেষ্ট সন্দেহজনক। প্রসিদ্ধ একটি মূলনীতি হলো: সন্দেহ কখনো নিশ্চিত বিষয়কে মুছতে পারে না।

যদি কেউ বলে যে তিনি মুকরাহ (বাধ্য অবস্থায়) ছিলেন, তাই ত্বওয়াগ্বীতের প্রতি নিজের কুফর ও শত্রুতা গোপন করতে বাধ্য হন– তাহলে এই মুকরাহর দাবি তখনই ভেঙে পড়ে, যখন একজনের পক্ষে কুফরের ভূমি থেকে হিজরাহ

সম্ভব হয়, অথচ তিনি সেখানেই থেকে যাওয়া বেছে নেন। আল-হাযিমীর জন্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই এই উযর (অজুহাত) গ্রহণ করলে সবার কাছেই সেই দরজা খুলে যাবে। কেউ কি ভুলে গেছেন তার মিশর ও তিউনিসিয়ায় সফর করে আবার অনায়াসে ত্বওয়াগ্বীত-শাসিত ভূমিতে ফিরে আসার কথা? আজকের যুগে ত্বগূতের শাসিত অঞ্চলে কেউ কি এভাবে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে পারে, বিষ ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো এবং মানুষের মনে সন্দেহ ও ভুল ধারণার বীজ বপন করা ছাড়া– যেমন আর-আরউর, আল-আরিফী ও আল-মাদখালীর মতো লোকেরা করে? এমনকি শোনা যায়, তাকে হিজরাহর আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে ত্বগূতের ছায়ায় শিক্ষাদান করতে পছন্দ করেছেন।

আল-হাযিমীর জন্য একের পর এক উযর দাঁড় করানো লোকজন এবং তিনি নিজে–তারা কি দেখেননি, শাইখ সুলাইমান আলুশ-শাইখ, হামাদ ইবনু আতীক্ব, ইসহাক্ব আলুশ-শাইখ প্রমুখ আলিমরা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, দারুল কুফরে বসবাসকারী কেউ যদি প্রকাশ্যভাবে নিজের দীন মেনে চলতে না পারে, তবে তার জন্য হিজরাহ ওয়াযিব? তাছাড়া নিজ সম্প্রদায়ের ত্বগূতের– অন্য কারো আগে–প্রকাশ্যে শত্রুতা দেখানোও ওয়াযিব? নাকি এগুলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, স্ববিরোধিতা আর নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়?

সবচেয়ে অদ্ভুত স্ববিরোধিতাটি এসেছে আল-হাযিমীর দিক থেকে। একদিকে তিনি ইবনু উসাইমীনকে প্রশংসা করেন ও আল্লহর কাছে তার রহমাহর জন্য দুআ চান, অন্যদিকে আল-হাযিমীর মতে, কেউ যদি শির্ক আল-আকবারে জাহাল তথা অজ্ঞতাকে উযর হিসেবে দেখার অনুমোদনকারীকে (আল-আযীর) তাকফীর করে না, সে নি:সন্দেহে কাফির। অথচ জানা কথা যে ইবনু উসাইমীন নিজেই বিশ্বাস করতেন, শির্ক আল-আকবারের ক্ষেত্রে জাহাল (অজ্ঞতা) কখনো কখনো তাকফীরের মাওয়ানী (বাধা) হতে পারে!

ফলে গুলাহদের বিদ‘আতি দাবি – তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত– এই দাবির ভিত্তিতে, আল-হাযিমী ইবনু উসাইমীনকে তাকফীর না করার কারণে নিজেই কাফির হয়ে গেলেন! আর যে কেউ আল-হাযিমীর কুফর নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, সেও কাফির! অন্যথায়, যারা আল-হাযিমীকে তাকফীর করে না, গুলাহদের মতে তাদের বিধান কী? যদিও বাস্তবে কিছু গুলাত খোদ আল-হাযিমীকে মুশরিক বলে থাকে, ওয়াল্লাহুল-মুস্তাআন।

## কলুষিত ইলম

ফারদ্ব আল-আইন জিহাদ সম্পূর্ণ পরিত্যাগের ফিসক্ব দ্বারা আপন ইলমকে কলুষিত করা, ত্বওয়াগ্বীতদের তাকফীর করা থেকে বিরত থাকা এবং এটিকে রসূলগণের পথ দাবিপূর্বক তাদের পক্ষাবলম্বন করা এবং জিহাদের পতাকা তুলতে আগ্রহী যুবকদের বিদ্রুপ করা – এসবই স্পষ্ট করে যে আল-হাযিমীর না আছে দীনের সঠিক উপলব্ধি, আর না আছে বর্তমান বাস্তবতার কোন সঠিক বোঝাপড়া। মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই এ দীন ইলম(ভিত্তিক); অতএব, দেখ, কার থেকে তোমরা দীন গ্রহণ করছ (সহীহু মুসলিম)।

সুতরাং, আখি আল-কারীম (সম্মানিত ভাই), আল-হাযিমীর বাস্তবতা যাচাই করে দেখুন এবং কার থেকে দীন গ্রহণ করছেন, সেদিকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। কারাগার (আল-হাযিমীর কারাবরণ) যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করে - কারাগার তো মুরসী, আল-আওদাহ ও আল-আরিফীর ন্যায় অনেককেই দেখেছে। তিনি যদি সত্যিই মুখলিস (নিষ্ঠাবান) হতেন এবং হাক্বের ওপর থাকতেন, তবে মুর্তাদ ত্বওয়াগ্বীতের নিয়ন্ত্রণে থাকা সেই ভূমি ছেড়ে হিজরাত করতেন। (আরও জানতে দেখুন সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ, প্রথম অধ্যায়)।

**আল-মুজাহিদ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ বলেছেন,**

হিজরাহর মূল কথা হলো মুনকারাত (মন্দ) ও তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে দূরে থাকা। একইভাবে, বিদ‘আহর আহ্বানকারী, ফাসিক্ব এবং যারা তাদের সঙ্গে মিশে বা সহযোগিতা করে– এমন ব্যক্তি ও দল থেকেও দূরে থাকা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে সেসব লোক, যারা জিহাদ পরিত্যাগ করেছে, অথচ এতে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য কল্যাণ নেই। যখন তারা আল-বির (সৎকর্ম) ও তাক্বওয়া দ্বারা পরস্পরকে সহায়তা করে না – অর্থাৎ তারা জিহাদের মতো বিষয়েও ঐক্যবদ্ধ নয়– তখন তাদেরকে এভাবে পরিত্যাগ করাই একধরনের শাস্তি। ফলে যে ব্যক্তি যিনা (ব্যভিচার), লুতিয়্যাহ (সমকামিতা), জিহাদ ত্যাগ, বিদআহ বা মদ্যপান করে– এই শ্রেণির লোক ও তাদের সান্নিধ্য দীন আল-ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। এদের কেউই আল-বির ও তাক্বওয়াহর ভিত্তিতে সহযোগিতা করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এদের কাছ থেকে হিজরাহ করবে না, সে যার আদেশ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করে যা নিষেধ করা হয়েছে তার প্রতি অগ্রসর হলো। (মাজমুআল-ফাতাওয়া, ১৫/৩১১-৩১২)।

ভেবে দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ কীভাবে বিনা উযরে জিহাদ ত্যাগকারীকে লুতিয়্যাহ ও ব্যভিচারীর সঙ্গে একই পর্যায়ে রেখেছেন। সুতরাং যে তার আমানাহ ভঙ্গ করেছে, ইলম গোপন ও বিকৃত করেছে, আল্লহর দীনে বিদ‘আহর প্রবর্তন করেছে, হিজরাহ ও জিহাদ ত্যাগ করেছে– তার থেকে এবং তার জাহিল অনুসারীদের কাছ থেকে হিজরাহ করুন।

# মিল্লাতু ইবরাহীম

**আল্লহ ﷻ বলেছেন,**

مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

যে নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে সে ব্যতীত আর কে মিল্লাতু ইবরাহীম পরিহার করে (সূরা আল-বাক্বারহ, ১৩০)।

ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লহ তাঁর তাফসীরে এ সম্পর্কে লিখেছেন, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সত্যের পথ ছেড়ে অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হয় সে নিজের ওপরই যুলম করে। এমন লোক সেই নাবীর পথের বিরোধিতা করছে, যিনি তাঁর কৈশোর থেকে এই দুনিয়ায় সত্যিকারের আসায়্যিদ (নেতা) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লহ তাঁকে তাঁর খলিল–ঘনিষ্ঠ বন্ধু–রূপে গ্রহণ করেন, আর পরকালে তিনি হবেন সফলদের একজন। এই সঠিক পথ ছেড়ে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার পথে চলে যাওয়া অপেক্ষা বোকামি আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় যুলম আর কী হতে পারে?

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাহই হলো হিদায়াতের পথ এবং যে তা ত্যাগ করে সে বোকার ন্যায় আচরণ করে যে কি-না কোনোকিছুই যথাযথ উপলব্ধি করতে অক্ষম। এই মিল্লাহর বিরোধিতা করেছে দুটি দল – একদল শিথিলভাবে এটি ছেড়ে দিয়েছে, আরেকদল চরমপন্থায় গিয়ে শেষাবধি এটি ত্যাগই করেছে, অথচ উভয়েই দাবি করছে যে তারা এই মিল্লাহর অনুসারী। আল-হাযিমী ও গুলাত আল-হাযিমিয়্যাহ, যারা এই জাহিল ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত

করতে ত্বওয়াগ্বীতের সহযোগিতা ও সহায়তা করেছে, তারা শারী‘আহর সীমা লঙ্ঘন করেছে, বিদআহ এনেছে, এবং তাওহীদের অনুসারীদের কুফফার মুশরিক বলে চরমপন্থা দেখিয়েছে। ওয়াল্লহুল মুস্তাআন।

এসব মুবতাদী যে ভিত্তি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, বলা যায় সেটি হলো তাদের অভূতপূর্ব এবং নতুন উদ্ভাবিত দাবি যে, তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত। এই দাবির ওপর দাঁড়িয়ে তারা এমনকি কিছু মুশরিকীনকে কিংবা মুসলিমীনদের তাকফীর না করা যেকোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কাফির বলে ফেলে–নিজেদের তথাকথিত আক্বল (বুদ্ধি) বা প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশির ভিত্তিতে। পরে তারা বাগ্বদাদের মু‘তাযিলাদের ন্যায় চেইন তাকফীরের পথ অনুসরণ করে।

সুতরাং এখান থেকে, বি-ইযনিল্লাহ, আমরা এই বিদ‘আতের খণ্ডন করব এবং তাদের ভুল ধারণাগুলো স্পষ্ট করব– যা তারা নিজেদের বিদ‘আতের সাথে মানানসই করার জন্য দালীল হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে প্রথমেই, যেকোন সত্যপ্রত্যাশীর জন্য এই বিষয়টিসহ দীনের প্রতিটি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি দৃঢ়ভাবে বোঝা আবশ্যক।

## আমরা (সুন্নাহর) অনুসারী, (বিদ‘আহ) উদ্ভাবনকারী নই

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– যা আহলুল হাক্ব ও আহলুল বাত্বিলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে– হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা‘আহর মূলনীতিগুলোর একটি হচ্ছে অনুসরণ করা। আমরা, আহলুস- সুন্নাহ, অনুসরণকারী - উদ্ভাবনকারী (বিদ‘আতি) নই। অর্থাৎ, আল্লহর দীনের বিষয়ে আমরা কোনো কথা বলি না, যদি না আমাদের আগে কেউ (সালাফ) সেই বিষয়ে কথা বলে গেছেন। আল্লহর দীন পূর্ণাঙ্গ, আর নাবী ﷺ তা স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা

করেছেন। একই সঙ্গে, আমরা আল্লহর কিতাব ও তাঁর রসূলের ﷺ সুন্নাহ খুলে নিয়ে কেবল নিজের মর্জিমাফিক বা চারপাশের প্রভাবের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিই না। আহলুস সুন্নাহ কিতাব ও সুন্নাহকে সালাফ আস-সলিহীনের ফাহমের (বুঝ) ওপর সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে। এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ বলেছেন,

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর পথের মধ্যে রয়েছে রসূলুল্লহ ﷺ-এর আছার (বর্ণনা) অনুসরণ করা–তা বাহ্যিক দিক দিয়েই হোক বা অভ্যন্তরীণ দিক দিয়েই হোক। পাশাপাশি মুহাজির ও আনসারদের সালাফ তথা পূর্বসূরিদের পথে চলা, এবং নাবীর সেই বাণীকে অনুসরণ করা, যেখানে তিনি বলেন, ❝ তোমাদের ওপর আবশ্যক হলো আমার সুন্নাহ এবং আমার পর যে খুলাফায়ে রশিদীন আল-মাহদিয়্যিনের সুন্নাহ (অনুসরণ)। এটিকে দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ শক্তভাবে এবং নাছোড় অবস্থায়) আঁকড়ে ধর। (দীনের বিষয়ে) নব উদ্ভাবনের ব্যাপারে সাবধান। কেননা প্রতিটি নব উদ্ভাবনই বিদ'আহ, আর প্রতিটি বিদ'আহই দ্বলালাহ (ভ্রষ্টতা)।❞

তারা (অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ) জানে যে আল্লহর কালামই সবচেয়ে সত্য, আর নাবী ﷺ-এর হিদায়াহই (নির্দেশনা) সর্বোত্তম হিদায়াহ। তাই তারা বিভিন্ন মানুষের কথার মধ্যে আল্লহর কালামকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। আবার যেকোনো কারো নির্দেশনার আগে তারা নাবীর ﷺ নির্দেশনাকে অগ্রাধিকার দেন। এ কারণেই তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী বলা হয়, আবার জামা'আহর লোকও বলা হয়–কারণ জামা'আহ মানে একতাবদ্ধ হওয়া, যার বিপরীত হলো বিচ্ছিন্নতা ও দ্বিমত। এছাড়া ইজমা হল তৃতীয় উৎস, যার ওপর ইলম ও দীনের ক্ষেত্রে নির্ভর করা হয়।

তারা দীনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষের বাহ্যিক কথা ও আমাল এই তিনটি ভিত্তির আলোকে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করেন। আর নির্ধারিত বা প্রতিষ্ঠিত ইজমা হল সালাফ আস-সলিহীনের অবস্থান; কেননা তাদের পরে মতবিরোধ বেড়ে যায় এবং উম্মাহ চারদিকে (বিচ্ছিন্নভাবে) ছড়িয়ে পড়ে...

তবে, নাবী ﷺ জানিয়েছেন যে তাঁর উম্মাহ তিয়াত্তর ভাগে বিভক্ত হবে– তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে, একটিমাত্র দল ছাড়া; সেই দলটি হলো আল-জামা'আহ। আর তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি আরও বলেন, ❝তারা হলো সেসব মানুষ, যারা আজ আমি এবং আমার সাহাবীরা যে পথে আছি, সেই পথের ওপরই আছে।❞ সুতরাং তারা বিশুদ্ধ ইসলামকে বিকৃতিহীনভাবে আঁকড়ে ধরে– এ কারণেই তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আহ। তাদের মধ্যেই আছেন সত্যবাদী (সিদ্দিক্বীন), শাহীদ (শুহাদা) এবং সৎকর্মশীল (সালিহীন)। তাদের মধ্যেই রয়েছেন হিদায়াতের পথনির্দেশক, আঁধারের মাঝে আলোর বাতিঘর–যারা বংশানুক্রমিক গুণাবলি ও বহুল প্রচারিত ফাদ্বিলাহর অধিকারী। তাদের মধ্য থেকেই আবদাল (ইলমের দরুন অন্যান্যদের থেকে ব্যতিক্রম ও একজন মারা গেলে অপরজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন) ও দীনের শীর্ষস্থানীয় আলিমরা উঠে এসেছেন, যাদের নির্দেশনা ও ইলমের ব্যাপারে মুসলিমীনরা একমত।

তারা হলো আত-ত্বয়িফাহ আল-মানসুরাহ, যাদের সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেন, ❝আমার উম্মাহর মধ্যে একটি দল সবসময় হাক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; তাদের বিরোধীরা এবং যারা তাদের ত্যাগ করে তারা কিয়ামাহ অবধি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।❞

আমরা আল্লহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমাদের অন্তরকে তাঁর দিকনির্দেশনার পর আর বিচ্যুত হতে না দেন এবং আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমাহ দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক অনুদানশীল। আর আল্লহই সর্বোত্তমভাবে জানেন (আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ, পৃ.১৫)।

শাইখ ইসহাক্ব আলুশ-শাইখ রহিমাহুল্লহ বলেছেন, ইসলামে সর্বসম্মতভাবে জানা যে উসূলুদ-দীনের (দীনের মৌলিক বিষয়) ক্ষেত্রে কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ এবং উম্মাহর যে ঐকমত্য (ইজমা) গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত–সেগুলোর কাছে ফিরে যেতে হয়। সাহাবারা এ পথেই ছিলেন; এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট আলিমের ব্যক্তিগত মতামতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। (তাকফীর আল-মুআয়্যিন, পৃ.১৫)।

আর শাইখ আশ-শানক্বিতী রহিমাহুল্লহ এই মূলনীতিটি ব্যাখ্যা করে বলেন, আমরা সেসকল লোক, যারা অনুসরণ করি এবং দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করি না। আমরা অতীতের সংরক্ষিত ইলমের প্রতি আহ্বান জানাই। যেমন ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ❝প্রত্যেক ত্বলাবাতুল ইলমের জন্য ফরয হলো প্রশান্তি ও অবিচলতা অবলম্বন করা এবং পূর্ববর্তীদের বর্ণনাগুলো (আছার) আঁকড়ে ধরা।❞ সুতরাং অতীত থেকে প্রাপ্ত এই ইলম অর্জন করা তার জন্য আবশ্যক। (বিবিধ প্রশ্নমালা, ৯৬৯৮)।

গুলাতরা তাদের বিদ‘আতি দাবিতে বলে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা এই বাক্যটি বারবার আওড়াতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ মন্তব্যের পক্ষে কোন সালাফ রয়েছেন? আহলুস সুন্নাহর কোন আলিম কি এমন কথা বলেছেন, যেখানে এরা দাবি করে যে তারা আহলুস সুন্নাহর পথ অনুসরণ করছে? আমাদের কাছে অসংখ্য আলিমের বক্তব্য রয়েছে, যারা বলেছেন যে তাকফীর একটি হুকুম শারঈ (সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তাহলে গুলাত ও আল-হাযিমীদের পূর্বে এমন দাবিটি কারা করেছে?

সংক্ষেপে, আহলুস সুন্নাহর এমন কোনো আলিম নেই, যিনি তাদের আগে এই দাবি করেছেন। এটি একটি বিদ‘আহ এবং প্রত্যাখ্যাত (দাবি)। তবে তাদের সালাফ(পূর্বসূরি) অবশ্যই রয়েছে– তারা হলো একটি মুবতাদী ফির্কা: মু‘তাযিলা।

# মু‘তাযিলাদের একটি বিদ‘আত

**আবুল হুসাইন আল-মালাত্বী আল-আসক্বালানী রহিমাহুল্লহ তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব আত-তানবীহ ওয়ার রদ্দ আলা আহলাল আহওয়া ওয়াল-বিদা-তে বলেছেন,**

বাগ্বদাদের মু‘তাযিলারা বাসরার মু‘তাযিলাদের তাকফীর করে যে কারণে, তা হলো– যে ব্যক্তি (কাফিরের কুফর সম্পর্কে) সন্দিহান হয়, যে (ওই সন্দিহান ব্যক্তির) কুফর নিয়ে সন্দেহ করে, যে (তাকেও) সন্দেহ করে, আবার যে (তার কুফর সম্পর্কেও) সন্দেহ করে– এসব সম্পৃক্ত এক দীর্ঘ সূত্রে– তাদের সবাইকে কাফির ঘোষণা করা। এর মানে হল, বাগ্বদাদ ও বাসরার মু‘তাযিলা এবং কিবলার অধিবাসী সকলেই একমত যে, যে কেউ কাফিরের কুফর নিয়ে সন্দিহান, সে নিজেও কাফির। কেননা যে ওই কুফর নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন, তার কোনো ঈমান নেই– কারণ সে কুফর ও ঈমানের মধ্যকার পার্থক্যই বুঝতে পারে না। সুতরাং উম্মাহর মধ্যে– হোক সে মু‘তাযিলা বা অন্য যে কেউ– এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, কাফিরের কুফর নিয়ে যিনি সন্দেহ পোষণ করেন, সেও কাফির।

তারপর বাগ্বদাদের মু‘তাযিলারা বাসরার মু‘তাযিলাদের বিরুদ্ধে মত পেশ করল (অর্থাৎ বিদ‘আহ করল) যে, যে-ই হোক, যে কেউ [কাফিরের কুফর]-এ সন্দেহ করে, অথবা যে কেউ সেই সন্দেহকারী ব্যক্তির কুফর নিয়ে সন্দেহ করে, এভাবে চিরকাল চলতে থাকে, যার কোন শেষ নেই – তারা তাদের সবাইকে তারা কাফির বলে রায় দিয়েছে।তারা আরও দাবি করে যে, তাদের (অর্থাৎ সন্দেহকারী বাকিদের) এই পথ সেই প্রথম সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির পথেরই অনুরূপ, যে এই ধারায় প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

বাসরার মু‘তাযিলারা বলেছে, (তবে), প্রথম ব্যক্তি যে (কাফিরের কুফর) নিয়ে সন্দেহ করে, সে কাফির, কারণ সে প্রকৃত কুফর সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথম সন্দেহকারীর কুফর নিয়ে সন্দেহ করে, সে কাফির নয়; বরং সে ফাসিক্ব, কারণ সে কাফিরের কুফর নিয়ে সরাসরি সন্দেহ করছে না। সে কেবল এই নিয়ে সন্দেহ করছে যে, প্রথম সন্দেহকারী তার সন্দেহের কারণে কাফির হয়েছে কি না। তার পথ সরাসরি কুফর নিয়ে সন্দেহকারী ব্যক্তির ন্যায় নয়, যেমনটি প্রথম সন্দেহকারী করেছে। অনুরূপভাবে তাদের অভিমত হলো, কাফিরের কুফরের প্রতি সন্দেহকারীর কুফরের প্রতি সন্দেহকারী ব্যক্তিকে নিয়ে সন্দেহকারী ব্যক্তিকে নিয়ে সন্দেহকারী – এভাবে ধারাবাহিক ব্যক্তির প্রত্যেকে ফুসসাক্ব, প্রথম সন্দেহকারী ব্যতীত, যাকে তারা কাফির গণ্য করে। আর তাদের (অর্থাৎ বাসরার মু‘তাযিলাদের) বক্তব্য বাগ্বদাদের মু‘তাযিলাদের বক্তব্য অপেক্ষা উত্তম। (আত -তানবীহ ওয়ার রদ্দ, পৃ.৪১-৪২)।

গুলাতরা তাদের জাহালতের (অজ্ঞতা) কারণে মু‘তাযিলাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চেইন তাকফীরে লিপ্ত হয়, তাদের বিদ‘আতি দাবির ভিত্তিতে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত।তারা তাদের বিদ‘আত এমনভাবে তৈরি করে, যা আহলুস সুন্নাহর থেকে কোন পূর্ববর্তী উদাহরণের ভিত্তিতে ছিল না। এরপর গুলাতরা আলিমদের দারস ও ক্বওলের প্রতি এগিয়ে যায়, সেগুলোকে বিকৃত করার ব্যর্থ চেষ্টায় বা তাদের থেকে মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট, সাধারণ) বিষয়গুলোর অনুসরণে লিপ্ত হয়, কিন্তু মুহকাম (স্পষ্ট, পরিষ্কার) বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে এবং নির্দিষ্ট কিছু ভুল ধারণার প্রচার করে...

# প্রথম ভ্রান্ত ধারণা

গুলাতরা দাবি করে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত,যা তারা আক্বল ও ফিতরাহ থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করে (আহলুস সুন্নাহর মতে প্রকৃতপক্ষে আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি জানতে সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)। তাদের বিদ‘আহ সমর্থন করার জন্য তারা ভুলভাবে এই আয়াত ব্যবহার করে,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

নিশ্চয়ই, ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল নিশ্চয়ই, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লহ ব্যতীত যা কিছু তোমরা উপাসনা কর, তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি। আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তৈরি হলো চিরকালের শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকাল, যাবত না তোমরা কেবল এক আল্লহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। (আল-মুমতানিয়্যাহ,৪)

অতএব, গুলাতরা এই আয়াত থেকে গ্রহণ করে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত,কারণ ইবরাহীম এবং তার সঙ্গীরা বলেছিলেন, কাফারনা বিকুম তাদের দাবি অনুযায়ী এর অর্থ হলো, কাফফারনা কুম (আমরা তোমাদের সবাইকে তাকফীর করছি)।

এই ভুল ধারণার জবাব হলো, এটি সঠিক নয়। আয়াতটি " তাবাররনা মিনকুম"(আমরা তোমাদের থেকে মুক্ত) অর্থ বহন করে অথবা "জাহাদনা দীনা কুম আও ত্বরীক্বতাকুম"(আমরা তোমাদের দীন বা পথকে প্রত্যাখ্যান করি) এর অর্থ প্রকাশ করে, যেমনটি উলামা আত-তাফসীরের আম ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা

হয়েছে। পবিত্র কুরআনে কাফারনা বিকুম শব্দগুচ্ছ এবং এর বিভিন্নতা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম আল্লহর ﷻ সেই বাণী, যেখানে শাইত্বনের (লা'আনাহুল্লহ) কথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে,

إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি (ইবরাহীম,২২)

যার অর্থ "**তাবাররতু**"(আমি মুক্ত)

**এছাড়াও, আল্লাহ ﷻ জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন,**

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

অত:পর কিয়ামত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে (আল-আনকাবূত,২৫)।

যার অর্থ ইয়াতাবাররউ (একে অপরের থেকে মুক্ত হওয়া), এবং এটি ইউকাফফিরু (তাকফীর করা) নয়।

ইবনু জারির আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ, যিনি মুফাসসীর আলিমদের মধ্যে অন্যতম, তিনি উপরের আয়াত সম্পর্কে তাঁর তাফসীরে বলেছেন, তোমরা একে অপরের থেকে মুক্ত (ইয়াতাবাররউ) হবে।

**এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,**

যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, যারা আল্লহকে অস্বীকার করে এবং ত্বগূতের উপাসনা করে, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা তোমাদের এবং তোমরা আল্লহ ছাড়া যার উপাসনা কর, সেগুলো থেকে মুক্ত। আল্লহ ব্যতীত অন্য বাত্বিল ইলাহ এবং তোমাদের স্থাপন করা প্রতিদ্বন্দ্বীদের আমরা প্রত্যাখ্যান করি (আনকার্না)। আমরা আল্লহ ছাড়া অন্যের জন্য তোমাদের উপাসনাকে প্রত্যাখ্যান করি (জাহাদনা), যেটা অন্যায়ভাবে করা হয়। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে বিদ্বেষ চিরকাল থাকবে, কারণ তোমরা আল্লহর প্রতি কুফর কর এবং আল্লহ ছাড়া অন্যের উপাসনা কর। এই শত্রুতা ও দূরত্ব থাকবে যাবত না তোমরা একমাত্র আল্লহর প্রতি ঈমান আন। অন্য কথায় বলতে গেলে, যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লহর প্রতি ঈমান আনো, তাঁর তাওহীদ মেনে চল, এবং তোমাদের ইবাদাহ একমাত্র তাঁর জন্য নিবেদিত কর।

আর ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লহ তাঁর তাফসীরে, আর তোমরা যা আল্লহ ছাড়া উপাসনা কর, আমরা তা অস্বীকার করি (কাফারনা বিকুম) সম্পর্কে বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমাদের দীন এবং পথ (দীনাকুম আও ত্বরীক্বতাকুম)।

এমনকি যদি এখানে তাকফীর বোঝানো হয়ে থাকে, তবুও এটি ইঙ্গিত বা প্রমাণ করে না যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে জাহালত বা তাওয়ীলের কোনো উযর নেই এবং যা আক্বল ও ফিতরাহর মাধ্যমে জানা যায়। এর অর্থ হলো তাকফীর আবশ্যক এবং এটি নাবীদের পথ অনুসরণ করা, অর্থাৎ, বার্তার (রিসালাহ) প্রমাণ উপস্থাপনের পর। সুতরাং এই আয়াতটি কোনোভাবেই তাদের বিদ‘আতের জন্য দালীল হতে পারে না, যে তাকফীর আসলুদ দীনের অংশ।

## দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা

গুলাতরা তাদের বিদ‘আত সমর্থন করার জন্য দাবি করে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত এবং এই দাবিতে তারা আল্লহ ﷻ এর বাণী ব্যবহার করে: বলুন, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাহ কর আমি তার ইবাদাহ করি না। তারা দাবি করে যে এখানে কাফির বলে সম্বোধন করাই প্রমাণ করে যে এটি আসলুদ দীনের অংশ।

এর জবাব হলো, এই আয়াতে তাদের দাবির কোনো প্রমাণ নেই। কোনো আলিমই এই আয়াত থেকে বোঝেননি যে কাউকে কুফর বলে সম্বোধন করা তাকফীরের আবশ্যক অংশ, যা আকল ও ফিতরাহ দ্বারা প্রয়োজনীয়ভাবে জানা যায়। আলিমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই যে তাকফীর একটি হুকুম আশ -শারঈ, যা ওয়াহির মাধ্যমে জানা যায় এবং এটি আসলুদ দীনের অংশ নয় (বিস্তারিত জানতে সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আহলুস সুন্নাহর মূলনীতিগুলোর একটি হলো তাদের পূর্ববর্তী সালাফদের বুঝের অনুসরণ করা।

**এই সূরায় যে বিষয়টি এসেছে, তার অনুরূপ হলো আল্লহ ﷻ -এর এই বাণী:**

قُلْ يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ

صٰدِقِينَ

বলুন, হে হাদু (ইহুদিরা), যদি তোমরা দাবী কর যে তোমরা আল্লহর ওয়ালি (বন্ধু), অন্য সকল লোকের থেকে পৃথক, তবে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (আল-জুমুআহ, ৬)। তাহলে কাউকে ইহুদি বলে সম্বোধন করাও কি এখন আসলুদ দীনের অংশ? তাদেরকে ইয়াহুদিয়্যাহ বলে সম্বোধন করা এটি বোঝায় না যে এই উপাধি আক্বল ও ফিতরাহর প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে জানা যায়।

পূর্বোক্ত আয়াতে তাদেরকে কুফরের উপাধি দিয়ে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করা এবং তাদের আমাল (কর্ম) থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা, যেমনটি কিছু মুফাসসিরীন আল-কিরাম উল্লেখ করেছেন।

ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লহ বলেছেন, এই সূরা হলো বারাআহর (বিচ্ছিন্নতার) সূরা। মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে বারাআহ ঘোষণা। তাদের জাহালতের কারণে তারা রসূলুল্লহ ﷺ -কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যেন তিনি এক বছর তাদের মূর্তিগুলোর উপাসনা করেন, এবং তারা এক বছর তাঁর ইলাহর ইবাদাহ করবে। তখন আল্লহ এই সূরাহটি নাযিল করেন, যাতে তিনি তাঁর রসূল ﷺ-কে তাদের পুরো দীন থেকে বিচ্ছিন্ন (ইয়াতাবাররউ) হওয়ার আদেশ দেন।

ইবন আশুর রহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর-এ বলেছেন, তাদেরকে কাফিরুন বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাদেরকে অবজ্ঞা করা যায় এবং তাদের থেকে বারাআহ ঘোষণা করা যায়; এটি ঘোষণা করার জন্য যে, তাদের অপছন্দের নামে তাদেরকে সম্বোধন করতে তিনি ভীত নন, যা তাদের ক্রুদ্ধ করে, কারণ আল্লহ তার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তাকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।

আল-ক্বুরতুবী বলেছেন যে আবূ বাকর আল-আনবারী বলেছেন, ❝এর অর্থ হলো: যারা আল্লহকে অস্বীকার করে তাদেরকে বলুন, হে কাফিররা, এই নামে তাদেরকে সম্বোধন করুন। তাদের বলুন, হে কাফিরুন, যাতে তারা ক্রুদ্ধ হয় এবং তাদের কুফরের সাথে সম্পৃক্ততার জন্য চিহ্নিত হয়।❞

কতিপয় আলিম উল্লেখ করেছেন যে, নাবী ﷺ এই সূরাহ নাযিল হওয়ার আগে মুশরিকদের তাকফীর করেননি। এবং আপনি এমন কোনো আলিম পাবেন না, যিনি গুলাতদের দাবির সমর্থনে কথা বলেছেন। এটি আরও প্রমাণ করে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অংশ নয়, বরং এটি ওয়াহীর মাধ্যমে জানা যায়।

## তৃতীয় ভ্রান্ত ধারণা

গুলাতরা তাদের বিদ‘আতের সমর্থনে আরেকটি ভুল ধারণা প্রচার করে, যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত।তারা এই দাবিটি মুওয়াহহিদীনদের সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনার উপর ভিত্তি করে করে, যারা নাবী ﷺ এর আগমনের পূর্বে মুশরিকদের তাকফীর করেছিল বলে দাবি করা হয়।

আসমাহ বিনতু আবি বাক্বর রদ্বিআল্লহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত আমি যায়িদ ইবনি আমর ইবনি নুফাইলকে কাবার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, হে ক্বুরাইশের লোকেরা! আল্লহর কসম, তোমাদের মধ্যে কেউই ইবরাহীমের দীনের ওপর নেই, শুধু আমিই আছি (মুআল্লাক্ব আকারে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

তারা বলে, এটি একটি প্রমাণ যে তাকফীর আক্বল ও ফিতরাহর মাধ্যমে জানা যায়, কারণ তাঁরা তাদের কুফর ঘোষণা করেছিলেন বার্তা পৌঁছানোর পূর্বে এবং আল্লহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ আসার আগেই।

এই ভুল ধারণার জবাব হলো, ওই মুওয়াহহিদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো তিনি তাদের থেকে বারাআহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি তাদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য ও

ভ্রান্তির ওপর ভিত্তি করে মনে করেছিলেন–যেমন অন্যান্য বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে–তাদের তাকফীর করেননি। তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে তিনি তার আক্বল ও ফিতরাহ-এর ভিত্তিতে তাদের তাকফীর করেছিলেন, তবে এটি এই অর্থ প্রকাশ করে না যে একটি ব্যক্তি বা এমনকি কয়েকজন ব্যক্তি তাদের আক্বল ও ফিতরাহ-এর ভিত্তিতে তাকফীরের ধারণা করেছে বলে এটি সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়ভাবে জানা হয়ে যায়। সুতরাং যে বিষয়টি কয়েকজন ব্যক্তি তাদের আক্বল ও ফিতরাহ-এর ভিত্তিতে জানে, তা প্রয়োজনীয় ইলমের অংশ হয়ে যায় না।

তবে, এই মুওয়াহহিদের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ এবং তাদের পক্ষে নয়।

## চতুর্থ ভ্রান্ত ধারণা

গুলাতরা তাদের বিদ‘আতের সমর্থনে দাবি করে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই দাবিতে তারা আলী ইবনি আবি ত্বলিব রদ্বিআল্লহু আনহু এর দিকে বর্ণনা সম্বন্ধিত একটি ঘটনা উল্লেখ করে। সেখানে বলা হয়, তিনি নাবী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি কখনো মূর্তিপূজা করেছেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, না। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি কখনো মদ পান করেছেন? তিনি বললেন, না, এবং আমি জানতাম তারা কুফরের উপর রয়েছে। আমি তখন জানতাম না কিতাব বা ঈমান কী। এজন্য আল্লহ কুরআনে নাযিল করেছেন: আর তুমি জানতে না কী ছিল কিতাব এবং কী ছিল ঈমান। (তাফসীর আল-ওয়াসীতে আল-ওয়াহিদী বর্ণনা করেছেন)।

এর জবাব হলো, এই বর্ণনাটি মাউদূ(জাল) এবং মোটেও বিশুদ্ধ নয়। এর সনদে রয়েছে বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া ইবন উবাইদুল্লাহ আত-

তাইমী, যাকে সলিহ জাযারাহ, আল-আযদী, আদ-দারাক্কুতনী এবং আল-হাকীম কাযযাব (মিথ্যাবাদী) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, তার বর্ণনার সাধারণত সবকিছুই মিথ্যা। আর আয-যাহাবি এবং ইবনু হাজার দুজনই বলেছেন, তাকে বর্জন করার (অর্থাৎ, তার বর্ণনা গ্রহণ না করা) বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমনকি যদি এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হতো, তথাপি এটি নাবী ﷺ-এর আক্বল ও ফিতরাহর পরিপূর্ণতা এবং পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ হত। এটি কখনোই প্রমাণ করত না যে তাকফীর আক্বল ও ফিতরাহর প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য জানা বিষয়। আল্লহই সর্বোত্তম জানেন।

## পঞ্চম ভ্রান্ত ধারণা

গুলাতরা তাদের তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত বিদ'আতের দাবি সমর্থন করার জন্য শাইখ আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল-ওয়াহহাব রহিমাহুল্লহ এর বক্তব্য ব্যবহার করে এবং তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝার চেষ্টা করে যে তাকফীর আসলুদ দীনের অংশ।

শাইখ আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল-ওয়াহহাব রহিমাহুল্লহ বলেছেন,

দীনের মূলনীতি ও ভিত্তি

**দীনের আসল (ভিত্তি) ও এর ক্ব'ইদাত (মূলনীতি) দুটি, তা হলো:**

**প্রথমত:** কেবল আল্লহর ইবাদাহর নির্দেশ, যার কোন শারিক নেই, এর প্রতি আহ্বান করা, এর ওপর ভিত্তি করে ওয়ালা (মিত্রতা) করা এবং এর পরিত্যাগকারীকে তাকফীর করা।

**দ্বিতীয়ত:** আল্লহর ইবাদাহর ক্ষেত্রে শির্ক থেকে সতর্ক করা, এর নিন্দা করা এর ওপর ভিত্তি করে (এর এবং এর অনুসারীদের থেকে) বিছিন্নতা এবং যে তা করে তাকে তাকফীর করা।

তাকফীর প্রসঙ্গে শাইখ রহিমাহুল্লহ এর এই বক্তব্য দীন সম্পর্কিত বিষয়ে তাকফীর আল-মুশরিকীনের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য তাকফীর আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যা আক্বল ও ফিতরাহর মাধ্যমে জানা যায় এবং যেখানে ভুল করলে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় এবং জাহাল বা তাওয়ীলের কোনো উযর নেই। কারণ এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আহর আলিমদের প্রতিষ্ঠিত মতের বিপরীত (সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল-ওয়াহহাব রহিমাহুল্লহ -এর নিজ বক্তব্যেরও বিরোধিতা করে, যা তার অন্যান্য পত্র (রিসালাহ) ও লেখাগুলো থেকে স্পষ্ট।

যে কেউ তাঁর বক্তব্য থেকে এ ধারণা নেয় যে তাকফীর আসলুদ দীনের অংশ, যেখানে জাহাল (অজ্ঞতা) বা তাওয়ীলের কোন উযর নেই, এবং এটি হলো কুফর বিত ত্বগূতের আসল (মূল) –তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর মানে দাঁড়ায় যে, ইসলামের হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রেও সে একই কথা বলতে বাধ্য; অর্থাৎ এটি আল্লহ ﷻ- এর ওপর ঈমানের আসল। সুতরাং, যে কেউ ভুল করে

কোন মুসলিমকে তাকফীর করে, সে জাহাল বা তাওয়ীলের কোনো উযর ব্যতীতই (তাদের বিদ'আতি মূলনীতিকে গ্রহণ করে নিলে) মুশরিক বলে গণ্য হবে। কাজেই এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু আবদুল-ওয়াহহাব রহিমাহুল্লহ শারী'আহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে আসলুদ দীন বলে উল্লেখ করাটা ঠিক তেমনই যেমনটি অনেক আলিমের বক্তব্যে দেখা যায়, যখন তারা শারী'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরতে চান। তারা এটিকে আসলুদ দীন বলে অভিহিত করেন এই কারণে, তবে এটি বোঝাতে নয় যে এটি আক্বল ও ফিতরাহর মাধ্যমে প্রয়োজনীয়ভাবে জানা বিষয়।

**এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:**

আল-ক্বসিম আল-জুঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আসলুদ দীন হলো যুদ্ধ (ধর্মনিষ্ঠা)। (আয-যুহদ ওয়ার রক্বইক্ব, পৃ.৭৬)।

আল-ক্বসিম ইবনু সাল্লাম রহিমাহুল্লহ বলেছেন, পবিত্রতা হল আসলুদ দীন আল -মাফরুদ (আবশ্যকীয় দীন)। (আত-তাহুর, পৃ.২৩৫)।

ইবনু বাত্তাহ রহিমাহুল্লহ বলেছেন, জেনে রাখ, আল্লহ তোমার প্রতি রহম করুন, যে আসলুদ দীন হলো আন-নাসীহাহ (পরামর্শ/কল্যাণকামিতা)। (আল-ইবানাহ আল-কুবরা, ২/৫৪৬)।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ বলেছেন, নিশ্চয়ই, আসলুদ দীন হলো উত্তম নিয়্যাহ এবং আন্তরিক উদ্দেশ্য। (মাজমু আল-ফাতাওয়া, ১৬/৫৮)।

তিনি আরও বলেছেন, আসলুদ দীন হলো ন্যায়বিচার, যা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লহ তাঁর রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। (প্রাগুক্ত, ১৯/২৪)।

তিনি আরও বলেছেন, আসলুদ দীন হলো ফরয পালন করা এবং হারাম বর্জন করা(প্রাগুক্ত, ২২/১৩৬)।

আল-আল্লামাহ ইবনুল ক্বইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আসলুদ দীন হলো গ্বইরহ, এবং যার মধ্যে গ্বইরহ নেই, তার কোনো দীন নেই (আদ-দা ওয়াদ-দাওয়াহ, পৃ.৬৮)।

এটি একটি সুপরিচিত প্রবণতা, যা আলিমদের বক্তব্যের সাথে পরিচিত যে কেউ জানেন–যখন তারা শারী'আহর কোন বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিতে চান, তখন তারা এটি সাধারণত আসলুদ দীন বলে উল্লেখ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী/সালাফের এই আলিমদের পথই অনুসরণ করেছেন। সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহর তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত আহলুল ইলমদের বক্তব্য অনুযায়ী, আসলুদ দীনের সংজ্ঞা যা আক্বল ও ফিতরাহ দ্বারা পরিচিত, তা মুহকাম (স্পষ্ট ও নির্ধারিত), যেখানে কিছুই অস্পষ্ট নয়। এ কিতাবে উল্লেখিত আলিমদের বক্তব্যে আসলুদ দীন সংজ্ঞায়নের সময় এটি স্পষ্ট যে, আসলুদ দীন বলতে শারী'আহর কোন বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। একটি আম অর্থে এবং অন্যটি নির্দিষ্ট স্পষ্ট শব্দে বর্ণিত হয়েছে; এর মাধ্যমে মুতাশাবিহাহ এবং উলামাদের মুহকাম বক্তব্যের পার্থক্য নির্ধারিত হয়। এর একটি উদাহরণ হলেন শাইখ আল- মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লহ, যিনি বলেছেন, জেনে রাখ, তাওহীদ ইবাদাহর মধ্যে তা- ই, যার জন্য আল্লহ মাখলূক্ব সৃষ্টি করেছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এবং রসূল পাঠিয়েছেন। এটি হলো আসলুদ দীন,

যা ছাড়া কারও ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ যদি এটি ত্যাগ করে এবং আল্লহর সাথে শির্ক করে, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে না। যেমন আল্লহ ﷻ বলেছেন: নিশ্চয়ই, আল্লহ তাঁর সাথে শির্ক করা ক্ষমা করেন না, এদ্ব্যতীত অন্য যেকোন পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ, ১/১৩৭)।

সুতরাং, যে কেউ হাক্ব জানতে এবং তা অনুসরণ করতে চায়, তার জন্য ওয়াযিব হলো আলিমদের স্পষ্ট এবং নির্ধারিত বক্তব্য গ্রহণ করা এবং তা তাদের অস্পষ্ট ও আম বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করা। অন্যথায়, এটি তাদের পথ অনুসরণ করা হবে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে; যারা অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করে, ফিতনাহর সন্ধান করে। আর আমরা আল্লহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

শাইখ আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লহ এর বক্তব্য আরও প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর শুরুতে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়কে আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বোঝাননি। তিনি এ কথা বলেননি যে এটি আকল ও ফিতরাহর প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে জানা যায় এবং যে কেউ এ বিষয়ে ভুল করলে তাকে কাফির গণ্য করা হবে, যেখানে জাহাল (অজ্ঞতা) বা তাওয়ীলের কোনো উযর নেই। তিনি তাঁর বইয়ের শিরোনামে যে বিষয়গুলো যোগ করেছেন তা হলো, এবং ভিত্তি (ক্বঈদাতুহু)। শাইখ রহিমাহুল্লাহ এর উল্লেখিত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে এর প্রতি আহ্বান/ এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানএবং এর (অর্থাৎ শির্কের) প্রতি কঠোর হওয়া।এখন কি কেউ বলতে পারে যে শুধুমাত্র শাইখ রহিমাহুল্লাহ এই দুটি বিষয়কে দীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে, যে ব্যক্তি দুর্বল হওয়ার দরুন অথবা ভয়ের চোটে এই দুটি বিষয় পালন করে না সে আসলুদ দীনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে সে মুশরিক?

## ষষ্ঠ ভ্রান্ত ধারণা

যখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আলিমরা তাকফীরকে শারী‘আহর ওপর নির্ভরশীল করেছেন, আসলুদ দীনের ওপর নয়; তখন গুলাতরা নিজেদের এবং নিজেদের বিদ‘আহকে রক্ষা করার চেষ্টা স্বরূপ দাবি করে যে, শির্ক শব্দটি রিসালাহ (বার্তা) পৌঁছার পূর্বে ফিতরাহ এবং আক্বল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে তারা শির্ক শব্দটিকে আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত করে এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারা দাবি করে যে রিসালাহ (বার্তা) পৌঁছার পূর্বেই শির্ক শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কুফরের উপাধি প্রতিষ্ঠিত হয় শারী‘আহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বার্তার হুজ্জাহ উপস্থাপনের পরে।

তারা এই দাবিকে প্রমাণ করার জন্য শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এর ক্বওলের উদ্ধৃতি দেয়, যেখানে তিনি বলেছেন: রিসালাহ (বার্তা) পৌঁছার পূর্বেই শির্কের লেবেল (আখ্যা) প্রতিষ্ঠিত হয়।তারা এই ক্বওল এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যে, যদি কেউ শির্ককারীকে মুশরিকীনবলে অভিহিত না করে, তবে সে নিজেও তাদেরই ন্যায় মুশরিক। কারণ তাদের দাবি অনুযায়ী, আক্বল ও ফিতরাহর মাধ্যমে শির্ক জানা যায়।

## বেশ কিছু দিক থেকে এ দাবির জবাব:

**প্রথমত:** ইবনু হাযম রহিমাহুল্লহ তাঁর আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নাহল কিতাবে (৩/১২৬)-এ ইজমার উল্লেখ করেছেন যে, কুফর ও শির্কের উপাধি শারী‘আহ থেকে প্রাপ্ত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ নিজেও বলেছেন, নিশ্চয়ই, মুসলিম, ইয়াহুদি, নাসরানি এবং দীন সম্পর্কিত অন্যান্য আখ্যা, এগুলো ব্যক্তির ঈমান, নিয়্যাহ, ক্বওল (কথা) বা আমালের (কাজ) ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

তিনি আরও বলেছেন, আসলুদ দীনের উপর নির্ভরশীল প্রতিটি হুকুম, যেমন ইসলাম, ঈমান, কুফর, রিদ্দাহ, ইহুদি হওয়া (তাহাওয়ুদ), নাসারা হওয়া (তানাস্সুর), এগুলো সেই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয়, যিনি এই উপাধি বোঝানোর শর্ত পূরণ করেন। এবং মুশরিক বা আহলুল কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রকৃতিও এই দিক থেকে নির্ধারিত হয়।

**দ্বিতীয়ত:** শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ তাঁর বক্তব্যে কোথাও বলেননি বা নির্ধারণ করেননি যে কাউকে মুশরিক উপাধি দেওয়া আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এটা পরিষ্কার করা যে, যারা শির্ক করে তাদেরকে এই বর্ণনা (মুশরিক) দিয়ে চিহ্নিত করা হয় রিসালাহ (বার্তা) পৌঁছানোর আগেই– যদিও তাদের শাস্তি প্রদান করা হয় না। অর্থাৎ, তাদের (রিসালাহ) কাছে বার্তা পৌঁছেছে কি পৌঁছেনি, তা বিবেচ্য নয়। যদি কেউ বলে যে শির্কের আখ্যা দেওয়া আক্বল ও ফিতরাহর মাধ্যমে জানা যায়, তবে এটি বোঝায় যে জাহাল এবং জাহিলিয়্যাহ শব্দগুলোও আক্বল ও ফিতরাহর মাধ্যমে জানা যায়, যেমনটি শাইখুল ইসলাম শির্কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পরপরই এগুলো উল্লেখ করেছেন; আর তা অসম্ভব। শাইখুল ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল শির্কের নিকৃষ্টতা পরিষ্কার করা এবং রিসালাহ (বার্তা) পৌঁছানোর আগেই এর ঘৃণ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি এ-ও পরিষ্কার করেছেন যে কিছু আয়াতের ভিত্তিতে (শির্কের) আখ্যা দেওয়া এবং শারী‘আহর হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আক্বল ও ফিতরাহর বিপরীতে শারী‘আহ উদ্ভূত ও নসভিত্তিক আদিল্লাহ দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

**তৃতীয়ত:** এটি একটি ভুল ধারণা যে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ কুফর এবং শির্কের আখ্যা দানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: বরং তাদের প্রতি কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না যাবত না তাদের কাছে একজন রসূল পাঠানো হয়,যেমনটি কিতাব ও সুন্নাহ নির্দেশ করে। তবে তাদের কাজগুলো ঘৃণিত, নিকৃষ্ট এবং আল্লহর কাছে নিন্দনীয়। তারা কুফরের সাথে বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ এবং তাদেরকে ঘৃণা করেন, যদিও তাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না যাবত না একজন রসূল তাদের কাছে পাঠানো হয়। (আল-জাওয়াবুস সহীহ, ২/৩১)।

অতএব, আপনি দেখবেন শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ রিসালাহ (বার্তা) পৌঁছানোর আগেই তাদের কুফরের সাথে বর্ণনা করেছেন, যেমন বার্তা আসার আগেই শির্কের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। আল-ক্বুরআনেও আল্লহ ﷻ কিছু লোককে কুফরের সাথে বর্ণনা করেছেন, যদিও তাদের কাছে কোনো রসূল পাঠানো হয়নি।

এর একটি উদাহরণ হলো, আল্লহ ﷻ বর্ণনা করেছেন বিলকিস এবং তার জনগণের ব্যাপারে,

وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ

আমি তাকে এবং তার ক্বওমকে আল্লহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করতে দেখেছি...

**কিছু আয়াত পরে আল্লহ ﷻ তাদের কুফরের আখ্যা দিয়ে বলেছেন,**

وَ صَدَّهَا مَا كَانَتۡ تَّعۡبُدُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتۡ مِنۡ قَوۡمٍ كٰفِرِيۡنَ

আল্লহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাহ তারা করত, তা তাদের সত্যের (ইসলামের) পথ থেকে বিরত রেখেছে, কারণ তারা ছিল কাফিরীনদের অন্তর্ভুক্ত।

আরেক স্থানে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, আলিমদের মধ্যে সঠিক মত হলো কুফর এবং শির্কের আখ্যা প্রদানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যখন এদের একটিকে এককভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন উভয়ের অর্থ একই হয়। তবে যখন উভয়কে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তখন কুফর শির্কের চেয়ে আরও ব্যাপক হয়। অর্থাৎ, প্রতিটি মুশরিক কাফির, এবং প্রতিটি কাফির মুশরিক।

**আল্লহ ﷻ বলেছেন,**

يُرِيۡدُوۡنَ لِيُطۡفِـُٔوۡا نُوۡرَ اللّٰهِ بِاَفۡوَاهِهِمۡ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوۡرِهٖ وَ لَوۡ كَرِهَ الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿۸﴾ هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّيۡنِ كُلِّهٖ وَ لَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ

তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, আল্লহ তাঁর নূর পূর্ণ করবেনই, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াহ ও দীন আল-হাক্বসহ প্রেরণ করেছেন, সকল দীনের ওপর এটিকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকূনরা তা অপছন্দ করে। (আস-সফ, ৮-৯)।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল উভয় আখ্যা এবং বর্ণনাকে পরস্পর ব্যবহার করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, বিশেষ করে আহলুল কিতাব সম্পর্কে এবং তাদের মুশরিক বলা যায় কি না তা নিয়ে।

আহলুল কিতাব সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্ত শির্কের মধ্যে প্রবেশ করে না, যা আল-কুরআনে উল্লেখিত। তবে তারা সীমিত এবং শর্তযুক্ত শির্কের মধ্যে প্রবেশ করে। আল্লহ ﷻ বলেছেন,

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ

আহলুল কিতাবের মধ্যে যারা কুফুরি করে তারা ও মুশরিকরা (নিজেদের অবিশ্বাসে) অটল থাকবে...

সুতরাং আল্লহ মুশরিকদের একটি আলাদা শ্রেণি করেছেন, যা আহলুল কিতাব থেকে পৃথক। আর আল্লহ ﷻ বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـِٕيْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদি হয়েছে, যারা সাবিঈন, নাসারা ও মাজূসি এবং যারা শির্ক করেছে...

**এভাবে তিনি তাদের (মুশরিকদের) একটি পৃথক শ্রেণি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাদের সীমিত শির্কের মধ্যে প্রবেশ করার প্রসঙ্গে আল্লহ বলেছেন,**

اِتَّخَذُوٓا اَحۡبَارَهُمۡ وَ رُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ الۡمَسِیۡحَ ابۡنَ مَرۡیَمَ ۚ وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡۤا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ

তারা আল্লহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আহবার ও রুহবানদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মাসীহ ইবনু মারইয়ামকেও। অথচ তারা এক আল্লহর ইবাদাহর জন্যই আদিষ্ট হয়েছে। তিনি ব্যতীত আর কোন (হাক্ব) ইলাহ নেই। তারা যা শারিক করে তা থেকে তিনি অতি পবিত্র (আত-তাওবাহ, ৩১)।

সুতরাং আল্লহ তাদের মুশরিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এর কারণ হলো তাদের দীনের মূল ভিত্তি, যার জন্য আল্লহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং রসূল পাঠিয়েছেন, তাতে কোন শির্ক ছিল না (আল-মাজমুআল-ফাতাওয়া, ৩৫/২১৩-২১৪)।

এটি ঈমান এবং ইসলামের নামগুলোর মতো। যখন এ দুটি একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তখন তারা ভিন্ন অর্থ বহন করে। কিন্তু যখন এগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তারা একই অর্থ ধারণ করে।

# একটি মরিয়া প্রচেষ্টা

এখন পর্যন্ত আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে গুলাহদের কর্তৃক উত্থাপিত প্রধান ভুল ধারণাগুলোর জবাব দিয়েছি। এক আন্তরিক প্রচেষ্টায় গুলাহরা একটি আপত্তি তুলতে চায়, জিজ্ঞেস করে: কীভাবে আপনারা বলতে পারেন যে মুশরিকদের থেকে বারাআহ ঘোষণা করা আসলুদ দীনের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাকফীর তা নয়?!তাদের সম্মিলিত জাহালতের দরুন তারা মনে করে যে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারীদের কোনঠাসা করতে পেরেছে।

**এর উত্তর দুটি উপায়ে দেওয়া যেতে পারে: একটি আম (সাধারণ) জবাব এবং একটি বিস্তারিত জবাব।**

**প্রথমত:** এটি আসলুদ দীনের সংজ্ঞা ও দীনের মধ্যে তাকফীরের নির্ধারিত অবস্থান ও এবিষয়ে আহলুল ইলমদের স্পষ্ট বক্তব্যের মাঝেই রয়েছে (বিস্তারিত জানতে সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কেউ যদি হাক্ব অনুসরণের ব্যাপারে মুখলিস (আন্তরিক) হয়ে থাকে, তবে সে ইলম ব্যতীত সুন্নাহর আলিমদের রদ করার (বৃথা) প্রচেষ্টা না করে (এর দ্বারাই) নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিবে এবং অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ় থাকবে, যেমনটি অনেকেই করেছেন, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লহরই জন্য।

**দ্বিতীয়ত:** যারা গুলাতদের ভুল ধারণার জালে – অল্প সময়ের জন্য হলেও – আটকে গিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি: আমরা বলি, মুশরিকদের থেকে বারাআহ আসলুদ দীনের অংশ, যা আক্বল ও ফিতরাহ দ্বারা জানা যায়; পক্ষান্তরে তাকফীর হলো একটি হুকুম শারঈ, যা কেবল ওয়াহীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব।

বারাআহ বলতে বোঝায় - হৃদয়ে যার ভিত স্থাপিত - তা হলো মুশরিকদের প্রতি (তাদের শির্কের কারণে) ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা, তাদের খেয়ালখুশি অনুসরণ না করা, তাদের সাথে ওয়ালা (মিত্রতা) না গড়া এবং তাদের শির্কে সম্মতি দেওয়া থেকে দূরে থাকা। ফলে কেউ যদি নিজে শির্ক এড়িয়ে চলে কিন্তু মুশরিকীনদের তাদের শির্কের কারণেই ভালবাসে অথবা তাদের শির্কে প্রকাশ্যে সমর্থন করে অথবা মুশরিকীনদের সাথে মুওয়াহহিদীনদের বিরুদ্ধে মিত্রতা (তাওয়াল্লি) গড়ে তোলে - তবে সে আসলুদ দীনকে বিনষ্ট করে ফেলে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বারাআহ উইলায়াহর বিপরীত। বারাআহর আসল (ভিত্তি) হলো ঘৃণা, আর উইলায়াহর আসল হলো ভালবাসা। কারণ তাওহীদের বাস্তবতা এই যে, মানুষ আল্লহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে এবং আল্লহ যা ভালবাসেন তা-ই ভালবাসে; আর আল্লহর সন্তুষ্টির জন্যই ঘৃণা করে, আল্লহ যা ঘৃণা করেন তা-ই ঘৃণা করে।(মাজমুআল-ফাতাওয়া, ১০/৪৬৫)।

শাইখ হামাদ ইবনু আতীক্ব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, জেনে রেখ, ঘৃণা মূলত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত হলেও, যতক্ষণ না এর চিহ্ন ও লক্ষণ প্রকাশ পায় ততক্ষণ এটি কোনো উপকারে আসে না। আর তা তখনই দৃশ্যমান হয়, যখন বিদ্বেষ ও সম্পর্কচ্ছিন্নতা (বয়কট) সেটির সাথে যুক্ত হয়। তখনই বিদ্বেষ এবং ঘৃণা প্রকট হয়। কিন্তু যদি মুওয়ালাত ও সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে তা প্রমাণ করে যে প্রকৃতপক্ষে ঘৃণা অনুপস্থিত। (সাবিলুন নাজাত ওয়াল ফাক্কাক, পৃ.৪৪-৪৫। আবদুল লাতীফ আলুশ শাইখ কর্তৃক অন্তরে বারাআহ থাকা ও তা প্রকাশ করার মাঝে পার্থক্য জানতে সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

শাইখ হামুদ ইবনু উক্বলা রহিমাহুল্লহ-কে যখন আল-বারাআহর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি উত্তরে বলেন, আর ‘বারা’ শব্দটি বির (بري) এর ক্রিয়ামূল, যার অর্থ কর্তন করা । তবে এখানে 'বারা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদেরকে ভালো না বাসা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা এবং তাদের রাষ্ট্রে বসবাস না করা।

শারঈ পরিভাষায় ‘বারা’ হলো দূরত্ব বজায় রাখা, মুক্ত হওয়া ও শত্রুতা পোষণ করা। যেমন যখন বলা হয় বারা ওয়া তাবাররউ মিনাল কুফফার,অর্থাৎ কেউ যখন নিজের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন সে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না, তাদেরকে ভালোবাসে না, তাদের ওপর নির্ভর করে না, বা তাদের কাছে সাহায্য চায় না।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক: কেউ একজন সম্প্রতি ইসলামে প্রবেশ করেছেন। তিনি শারঈ প্রমাণাদির বিষয়ে অজ্ঞ–যে প্রমাণগুলো বলে দেয়, অমুক বা তমুক কাজ করলে তা কুফর বা শির্ক। তিনি দেখলেন, কেউ একজন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কবরের বাসিন্দার কাছে তার জন্য শাফাআত চাচ্ছে। আপনি এই নওমুসলিমকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? তিনি বলতে গিয়ে তোতলামো করেন বা ভুল উত্তর দেন; তিনি কবরের পাশে দাঁড়ানো ঐ ব্যক্তিকে মুশরিক কাফির হিসেবে চিহ্নিত করেন না, কারণ তিনি নুসুস (কুরআন-হাদীসের মূল পাঠ) ও দালীলের ব্যাপারে অজ্ঞ। তার পরিষ্কার আক্বল ও ফিতরাহ তাকে বলে দেয় যে, কবরের পাশে ঐ ব্যক্তির করা কাজটি ঘৃণ্য; কিন্তু কী বলে তাকে অভিহিত করবেন বা কী রায় দেবেন–তা তিনি জানেন না। এই ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হবে না, যতক্ষণ না তিনি আসলুদ দীন পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং মূল প্রমাণাদির ব্যাপারে অজ্ঞ রয়েছেন। যখন পরে তাকে দেখানো হয় যে, মৃত ব্যক্তির কাছে চাওয়া কুফর এবং যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চায় সে মুশরিক কাফির – তখন তিনি হয় তা মেনে নেন, অথবা প্রত্যাখ্যান করেন।

এটা কেবল একটিমাত্র উদাহরণ (তাকফীর আল-মুশরিকীন থেকে বিরত থাকা লোকদের মধ্যকার পার্থক্য জানতে সিলসিলাহ এ ইলমিয়্যাহ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

একজন মুওয়াহহিদ এই পরিস্থিতিতে–যখন তিনি দীনের আসমা ও আহকাম সম্পর্কে জানেন না–তার উপকার হয় এই অর্থে যে, তিনি অন্তত জানেন শির্ক (যদিও এই শব্দটা তিনি হয়তো জানেন না) হলো মিথ্যা ও জঘন্য কাজ। তিনি মুশরিকদের ভালোবাসেন না, বরং অন্তর থেকেই তাদের এই কাজকে ঘৃণা করেন। পরে কুরআনে যখন দেখানো হয় যে যারা শির্ক করে, তারা কুফফার বা মুশরিক; এবং কুরআন যখন তাদের সম্পর্কে কুফর ও শির্কের বিধান প্রতিষ্ঠা করে–তখন তিনি সেটিকে মেনে নেন।

সংক্ষেপে, কোনো কিছুকে কুফর ও শির্ক বলে হুকুম (রায়) দেওয়া, কিংবা কাউকে কাফির মুশরিক বলে চিহ্নিত করা–এমন কোনো বিষয় নয় যা মানুষের আক্বল ও ফিতরাহর স্বতঃসিদ্ধ জারুরাহর (প্রয়োজনীয়তা) মাধ্যমে জানা যায়। এগুলো হলো দীনের বিধান ও পরিচিতি, যা মানুষ নুসুস ও দালীল সম্পর্কে ইলম লাভের পরই জানতে পারে।

# পরিশেষে

ওয়াল্লহি, আমরা ইরজাহর অনুসারী (মুরজিয়াহ) নই, আর না আমরা গুলাতদের অন্তর্ভুক্তও। সমস্ত প্রশংসা আল্লহর জন্য। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে, তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) ঘটেছে; আর অনেকেই তাওহীদ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লহ-এর মৌলিক অর্থ সম্পর্কে জাহিল। আলহামদুলিল্লাহ, নসভিত্তিক দালীল ও আলিমদের বক্তব্য পর্যবেক্ষণের দরুন আমরা তা সম্পর্কে অবগত। এটি আহলুল ইলমগণ কর্তৃক বিন্যস্ত সুদৃঢ় ও মজবুত নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত, কোন খেয়ালখুশি বা প্রবৃত্তির (যাকে কেউ কেউ আক্বলও বলে) ভিত্তিতে নয়।

সালাফরা সত্য বলেছেন যে, খাওয়ারিজদের উযর মুরজিয়াহদের অপেক্ষা অধিক এবং এই উম্মাহর ওপর সবচেয়ে বিপজ্জনক বিদ‘আহ হলো ইরজাহর বিদআহ। তথাপি যেখানে শিথিলতা থাকে, সেখানেই চরমপন্থাও দেখা দেয়। আমরা যত দিন সালাফের পথ এবং ইলম ও আমালে তাঁদেরকে অনুসরণকারীদের পথ আঁকড়ে থাকব, আল্লহর অনুমতিক্রমে কোনো বিভ্রান্ত পথ আমাদের পরাভূত করতে পারবে না।

**শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু শাইখ আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,**

সংক্ষেপে, যে-ই নিজে মুখলিস (আন্তরিক), তার কর্তব্য হলো এই বিষয় নিয়ে আল্লহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইলম ও দালীল ব্যতিরেকে কোন কথা না বলা। সাবধান থাকতে হবে – যেন নিজের বোঝাপড়া বা আক্বল যে-টাকে সঠিক মনে করে, শুধু সেই ভরসায় কাউকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না ফেলে। কারণ কাউকে মুসলিম বলা বা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া – দীনের সবচেয়ে গুরুতর বিষয়গুলোর একটি।

আরও বলে রাখি, আমাদের জন্য জরুরি হলো অনুসরণ করা এবং বিদআহ থেকে বিরত থাকা, যেমন ইবনু মাসঊদ রদ্বিআল্লহু আনহু বলেছেন, অনুসরণ কর, বিদ‘আহ করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে...

নিশ্চয়ই শাইত্বন এই বিষয়টি নিয়ে অনেক মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে। কিছু লোক এমন আছে, যারা কিতাব, সুন্নাহ এবং ইজমাহর দালীল দ্বারা যাকে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাকেই ইসলামের বিধান (মুসলিম আখ্যা) দিয়ে বসে; আবার অন্যদিকে এমন লোকও আছে, যারা কিতাব, সুন্নাহ এবং ইজমাহর রায়ে যাকে মুসলিম বলা হয়েছে, তাকেই কাফির বলে ফেলে (আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ, ১০/৩৭৪-৩৭৫)।

আর আল্লহই সর্বোত্তমভাবে জানেন। আল্লহর সলাহ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। আমরা এই বলে শেষ করছি যে, সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের অধিপতি আল্লহর জন্যই।